আমাদের জাতীয় সংগীত আর পতাকা

নাজমুল আহসান শেখ

তামিম আমার সবচেয়ে প্রিয় খেলোয়াড়. সাকিব আর তামিম দুইজনেই আসলে সমান প্রিয়, তামিমের সাহসী ব্যাটিং ভীষন অনুপ্রেরণাদায়ক! আমাদের দেশের ব্যাটসম্যানরা সবসময়ই পেইস বলে ভালো খেলতে পারত না. তামিম যখন পেইস বলে ডাউন দা উইকেট গিয়ে 4/6 মারে তখন মনে হয়, এই হচ্ছে সত্যিকারের টাইগার!

আমি খুব অল্প বয়স থেকেই বাংলাদেশ ক্রিকেটের একজন অন্ধ সমর্থক. ২০১৫ সালে আইসিসি ওয়ার্ল্ড কাপের সময় আমি বাংলাদেশ টিমের সাথে সবগুলি ভেন্যুতে খেলা দেখেছিলাম. প্রায় দশ-হাজার কিলোমিটার ট্রাভেল করেছিলাম বাংলাদেশের খেলা দেখার জন্য. প্রস্তুতি ম্যাচে পাকিস্তানের সাথে হারার পর আমি ট্যাগলাইন করেছিলাম, 'হারলেও তুমি, জিতলেও তুমি, ও আমার বাংলাদেশ; প্রিয় জন্মভূমি'!

যখন অস্ট্রেলিয়া সহ বিভিন্ন দেশের মাঠে আমাদের পতাকার সাথে আমাদের জাতীয় সংগীত বাজানো হয় তখনকার মনের অনুভূতি বুঝিয়ে বলার না. আমাদের সাথে মাঠে উপস্থিত বাংলাদেশ, এবং সারা পৃথিবী থেকে আগত সব সর্মথকরা একই সাথে লাল সবুজ কাপড় পরে যখন জাতীয় সংগীত গান গায়, সেই দৃশ্য আর অনুভূতি ভোলার নয়! পৃথিবীর সব দেশের ক্রিকেট টিম যেমন অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, নিউজিল্যান্ড এর খেলোয়াড়রাও মন দিয়ে গর্বের সাথে মাথা উঁচিয়ে তাদের জাতীয় সংগীত গাইতে থাকেন. কারন তারা জানেন, মাঠে উপস্থিত এবং সারা পৃথিবীতে লক্ষ কোটি সমর্থক, বিশেষত তরুণ প্রজন্ম তাদের দেখছে, এবং তাদের দেখে অনুপ্রেরণা পাচ্ছে.

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ আফগানিস্তান, যাদের জাতীয় সঙ্গীত এবং পতাকা সবই অধিকৃত বাহিনীর তত্ত্বাবধানে এবং বর্তমান তাবেদার সরকারের আমলে নির্মিত. কিন্তু তাদের জাতীয় সংগীত বাজানোর সময় তারাও জান- প্রাণ দিয়ে জাতীয় সংগীত গাইছিল. তাদের একজন সমর্থক কে প্রশ্ন করলে সে বলল, রাজনীতিতে যাইহোক না কেন, আফগানিস্তান তো আমার দেশ. মনে পড়লো প্রবাসবন্ধু আব্দুর রহমানের সেই উক্তি; 'ইনহাসত ওয়াতানাম' এইতো আমার দেশ!

কোন এক ষোলই ডিসেম্বর বিজয় দিবসে আমার পরম আত্মীয় মতলবের বীর যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা জসিম ভাই আমাদের বাসায় আসেন. এসে অত্যন্ত দুঃখের সাথে তিনি বলতে থাকেন, কি অদ্ভুত এই দেশ!! বিশ্বকাপ খেলার সময় ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার সহ নানা দেশের হাজার হাজার লাখ লাখ পতাকা উড়তে থাকে. আজকে বিজয় দিবস, সারা পথে একটা কি দুইটা বাংলাদেশের পতাকা বাসার ছাদে উড়তে দেখলাম! কত রক্ত, প্রাণ আর ত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া আমাদের এই প্রিয় পতাকা. এমন না যে জাতীয় পতাকা কেনার মতো টাকাপয়সা মানুষের নাই. অথচ আমি দেখি রিক্সা বা সিএনজি তে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি জাতীয় পতাকা বিজয় দিবস এবং স্বাধীনতা দিবসে দেখা যায়. এই হচ্ছে আমাদের দেশের মানুষের নৈতিক দৈন্যতার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ.

বাংলাদেশ ক্রিকেট দল যখন কোন খেলা খেলে আমি যেখানেই থাকি কখনো এই খেলা মিস করিনা. মাঠে নয়তো টিভিতে অথবা ল্যাপটপে বাংলাদেশের খেলা আমাকে দেখতেই হবে. ২০১৭ সালে আমার বাইপাস সার্জারির ছয়দিন পর চ্যাম্পিয়নশীপ ট্রফি তে' বাংলাদেশ আর নিউজিল্যান্ড এর খেলা. মাত্র ২৪ ঘন্টা আগে আমি হসপিটাল থেকে বাসায় আসছি. সেই অবস্থায় সারারাত বুকের উপর ল্যাপটপে খেলা দেখার এক অবিস্মরণীয় অনুভূতি: মনে হচ্ছিল বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলা দেখার জন্যই আমি আবার জীবন ফিরে পেয়েছি. কিন্তু দুঃখ লাগে যখন দেখি বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা জাতীয় সংগীত বাজানোর সময় অর্ধেকই মুখে 'জিপ' লাগিয়ে থাকে. আমরা দর্শকরা মনে মনে বলি, আচ্ছা জাতীয় সংগীত উচ্চস্বরে যদি গাইতে না চাও, অন্তত ঠোঁট মেলালে তো পারো. আমার এক ধারাভাষ্যকার বন্ধুকে বলেছিলাম আমার মত লক্ষ কোটি দর্শক'দের এই মেসেজটা তামিমকে পৌঁছে দিতে. পৌঁছানো তো দূরের কথা সে শুরু করল উল্টা যুক্তি দেখানো, শুধু জাতীয় সংগীত গাইলেই অথবা ঠোঁট মেলালেই দেশ প্রেম থাকেনা ইত্যাদি ইত্যাদি. আরেক বন্ধু বলল সিনেমা হলে তো জাতীয় সংগীত শেষ হওয়ার আগেই লোকজন বসে যায়! আবার অনেকে তো উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন পর্যন্ত করে না. আমার কথা হচ্ছে ভুল কাজ এর সমর্থনে খারাপ উদাহরণ না দিয়ে, আমাদের সকলের উচিত সহজভাবে ঠিক কাজটি করা. সিনেমা হলে কে কি ভাবে সম্মান প্রদর্শন করল তার সাথে জাতীয় দলের অধিনায়ক বা সদস্যদের তুলনা করা সম্পূর্ণ অবান্তর অনুচিত এবং অগ্রহণযোগ্য.

যখনই কেউ জাতীয় দলের সদস্য হয় তখন তার দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়. তার যে কোন ব্যক্তিগত ভুল-ত্রুটি আচার-ব্যবহার মাইক্রোস্কোপের নিচে চলে আসে. একই সময়ে তাঁর ভালো কাজ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষকে অনুপ্রাণিত করে. যেমন করেছিল নারী ভারত্তোলক মাবিয়া আক্তার এর জাতীয় সংগীত বাজানোর সময়কার সেই অবিস্মরণীয় দৃশ্য! তাই তামিম, মমিনুল সহ বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সবার প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ থাকলো, 'শুধুমাত্র দেশের স্বার্থে লক্ষ কোটি মানুষকে অনুপ্রাণিত করার জন্য গলা ছেড়ে গান গাইতে না পারলেও, অন্তত জাতীয় সংগীতের সাথে গলা মেলাও' যাতে সারা পৃথিবীতে অবস্থিত লক্ষ কোটি বাংলাদেশের সমর্থক অনুপ্রাণিত হয়, তোমাদের দেখাদেখি জাতীয় সংগীত গর্বের সাথে গাইতে শিখে.

নাজমুল আহসান শেখ, সিডনী ১ মার্চ ২০২১